৪। যীশু ক্ষমা করতে শিখান

পিতা পুত্রকে ক্ষমা করেন

যীশু একটি গল্প বলেন ঃ—

ছোট ছোট দৃষ্টান্তের সাহায্যে যীশু আত্মিক সত্যসমূহ শিক্ষা দিতেন। এমনি একটি দৃষ্টান্ত ঃ—

আর তিনি কহিলেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল ; তাহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ আপন পিতাকে কহিল, পিতঃ, সম্পত্তির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে, তাহা আমাকে দাও। তাহাতে তিনি তাহাদের মধ্যে ধন বিভাগ করিয়া দিলেন। অল্পদিন পরে সেই কনিষ্ঠ পুত্র সমস্ত একত্র করিয়া লইয়া দূরদেশে চলিয়া গেল, আর তথায় সে অনাচারে নিজ সম্পত্তি উড়াইয়া দিল। সে সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিলে পর সেই দেশে ভারী আকাল হইল, তাহাতে সে কষ্টে পড়িতে লাগিল।

তখন সে গিয়া সেই দেশের একজন গৃহস্থের আশ্রয় লইল। আর সে তাহাকে শূকর চরাইবার জন্য আপনার মাঠে পাঠাইয়া দিল। তখন শূকরে যে শুঁটি খাইত, তাহা দিয়া সে উদর পূর্ণ করিতে বাঞ্ছা করিত, আর কেহই তাহাকে দিত না। কিন্তু চেতনা পাইলে সে বলিল, আমার পিতার কত মজুর বেশী বেশী খাদ্য পাইতেছে, কিন্তু আমি এখানে ক্ষুধায় মরিতেছি। আমি উঠিয়া আমার পিতার নিকটে যাইব, তাঁহাকে বলিব, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি ; আমি আর তোমার পুত্র নামের যোগ্য নই ; তোমার একজন মজুরের মত আমাকে রাখ। পরে সে উঠিয়া আপন পিতার নিকটে আসিল।

সে দূরে থাকিতেই তাহার পিতা তাহাকে দেখিতে পাইলেন ও করুণাবিষ্ট হইলেন, আর দৌড়িয়া গিয়া তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে থাকিলেন। তখন পুত্র তাঁহাকে কহিল, পিতঃ, স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার সাক্ষাতে আমি পাপ করিয়াছি, আমি আর তোমার নামের যোগ্য নই।

কিন্তু পিতা আপন দাসদিগকে বলিলেন, শীঘ্র করিয়া সব থেকে ভাল কাপড়খানি আন, আর ইহাকে পরাইয়া দেও এবং ইহার হাতে অঙ্গুরী দেও ও পায়ে জুতা দেও ; আর হাষ্টপুষ্ট বাছুরটি আনিয়া মার ; আমরা ভোজন করিয়া আমোদ প্রমোদ করি, কারণ আমার এই পুত্র মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল, হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল। তাহারা আমোদ প্রমোদ করতে লাগিল।

তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল, পরে সে আসিতে আসিতে যখন বাটীর নিকটে পৌঁছিল তখন বাদ্য ও নৃত্যের শব্দ শুনিতে পাইল। আর সে একজন দাসকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল এ সকল কি ? সে তাহাকে বলিল, তোমার ভাই আসিয়াছে এবং তোমার বাবা হাষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারিয়াছেন, কেননা তিনি তাহাকে সুস্থ পাইয়াছেন। তাহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, ভিতরে যাইতে চাহিল ; তখন তাহার পিতা বাহিরে আসিয়া তাহাকে সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উত্তর করিয়া পিতাকে কহিল, দেখ, এত বৎসর আমি তোমার সেবা করিয়া আসিয়াছি, কখনও তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করি নাই, তথাপি আমাকে কখনও একটি ছাগ বৎস দাও নাই, যেন আমি নিজ মিত্রগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পারি, কিন্তু তোমার এই যে পুত্র বেশ্যাদের সঙ্গে তোমার ধন খাইয়া ফেলিয়াছে,

সে যখন আসিল, তাহারই জন্য হাষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারিলে। তিনি তাহাকে বলিলেন, বৎস, তুমি সর্বদাই আমার সঙ্গে আছ, আর যাহা যাহা আমার সকলই তোমার। কিন্তু আমাদের আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ করা উচিত হইয়াছে, কারণ তোমার এই ভাই মরিয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল। লূক ১৫ : ১১-৩২

দৃষ্টান্তটির তাৎপর্য্য ঃ

তখনকার দিনে উত্তরাধিকারীদের সম্পত্তি ভাগ করে দেবার দুই প্রকার রীতি ছিল। বেঁচে থাকতেই সম্পত্তির মালিক উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিতেন ; অথবা তিনি উইলের মাধ্যমে নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করে যেতেন। ছোট ছেলে বাড়ীর বাইরে গিয়ে নিজ ইচ্ছামত জীবন উপভোগ করতে চেয়েছিল। সে পিতার বা দাদার কথা শোনার চেয়ে বরং বন্ধুবান্ধবের কথা শোনাকে বেশী পছন্দ করেছিল। তাই সে চাওয়াতে তার পিতা সম্পত্তির মধ্যে তার যে অংশ ছিল সেটুকু তাকে দিয়ে দিলেন এবং তাই নিয়ে সে বাড়ী ছেড়ে দূর দেশে চলে গেল।

যতদিন তার কাছে অর্থ ছিল, ততদিন তার বন্ধুর অভাব ছিল না ; কিন্তু অর্থ শেষ হ'লে তার সাহায্যের জন্য একটিও বন্ধু পাওয়া গেল না। শেষে অর্দ্ধাহার ও অনাহারে তার বিবেক বুদ্ধি ফিরে এল। সে বুঝতে পারল, কত বড় ভুল করেছে। নিজ পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সে বাড়ী ফিরে গেল। সেখানে বাবার কাছে তার অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইল। সে আশা করেছিল যে তার বাবা তাকে অন্ততঃ একজন মজুরের পদে বহাল করবেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য। তার বাবা তাকে ক্ষমা করলেন ও আবার পুত্র পদে বরণ করলেন। বাবার স্নেহ একদা সে দুপায়ে মাড়িয়ে গিয়েছিল, তার প্রতি বাবা কিন্তু বিরূপ হননি।

দৃষ্টান্তটিতে পিতা আমাদের স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। দুই পুত্র দুই ধরণের হারানো মানুষের রূপ। কনিষ্ঠ পুত্র অনুতপ্ত পাপীর রূপ, যে স্বর্গস্থ পিতার কাছে ক্ষমা পাবার জন্য ফিরে আসে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র গর্বিত। সে তার নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করে ও কনিষ্ঠকে ঘৃণা করে। সে বলে যে, সে পিতার সেবা করে কিন্তু তার অশিষ্ট উক্তি থেকে বোঝা যায় যে পিতার প্রতি যথার্থ ভালবাসা তার নাই। অন্তরে সে পিতার কাছ থেকে কনিষ্ঠ ভাইয়ের মতই দূরবর্ত্তী। এই পুত্র গর্বিত পাপীর রূপ। এরা উপলব্ধি করেনা যে এরাও পাপী এবং এদের জন্যও ঐশ্বরিক ক্ষমার প্রয়োজন আছে। গর্ব, সমালোচক মন, ক্ষমাহীন হৃদয় দূরবর্ত্তী অবাধ্য পুত্র অপেক্ষাও তাকে অধিক অপরাধী করেছিল।

স্বর্গীয় পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে সবাই আমরা পাপ করেছি। ঈশ্বরের পরমাশ্চর্য্য স্বর্গ রাজ্যে আমরা নিজেদের স্থান হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তবুও তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন যেন আমরা নিজ নিজ পাপ থেকে ফিরে তাঁর কাছে উপস্থিত হই ক্ষমা পাবার জন্য।

"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন।" রোমীয় ৬ : ২৩

আমাদের ক্ষমা করা কর্ত্তব্য

যীশু বলেন যে, যদি আমরা তাঁর কাছ থেকে ক্ষমা পেতে চাই তবে আমাদেরও উচিত তাদের ক্ষমা করা যারা আমাদের নিকট

অপরাধ করে। বিদ্বেষ একটি ভয়ানক পাপ এবং এর থেকে অন্যান্য অনেক পাপ মানুষের জীবনে প্রবেশ করে। এই বিদ্বেষ থেকে তিক্ততা, সমালোচনা, ঘৃণা, বিবাদ এমনকি নরহত্যা পর্য্যন্ত সংঘটিত হ'তে পারে। যতদিন আমরা পাপের মধ্যে বাস করি; আমরা ক্ষমা পেতে পারি না। পাপ পরিত্যাগ করা আমাদের আশু কর্ত্তব্য; সাথে সাথে অপরকে ক্ষমা করতে হবে। এইভাবে আমরা জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে পারি। যীশু বলেন :—

"কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করিবেন না।" মথি ৬ : ১৫

আপনার করণীয়

৮। কেউ কি আপনার প্রতি অন্যায় করেছে? ঈশ্বরকে বলুন যেন তাকে ক্ষমা করতে ও তার অপরাধের ক্ষমা ভুলে যেতে তিনি আপনাকে শক্তি দেন।

যীশু পাপীকে ক্ষমা করেন

দুইটি প্রধান কারণে যীশু জগতে এসেছিলেন :—

১। মানুষকে ঈশ্বর ও তাঁর প্রেম সম্পর্কে অবহিত করতে।

২। মানুষের পাপের দায় নিজ শিরে নিয়ে তার পরিবর্ত্তে হত হ'তে যেন মানুষ পাপের ক্ষমা ও অনন্ত জীবন পায়।

যীশু পাপ ক্ষমা করতেই এসেছিলেন আর তার জন্য ক্রুশে হত তাঁকে হতে হবে ঈশ্বরের বিধান অনুসারে, তাই যীশুর অধিকার

ছিল যে ক্ষমাপ্রার্থী কাউকে তিনি ক্ষমা করেন। বহু পাপীকে ক্ষমা করে তাদের জীবন তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে একজনের নাম এখানে করলাম। সেই অনুতপ্ত স্ত্রীলোকটি যে যীশুর প্রচার শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং যীশুর প্রতি নিজ অনুরাগ দেখাতে চেয়েছিল।

এক রাত্রে যীশু শিষ্যদের সাথে শীমনের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করছিলেন এমন সময়ে স্ত্রীলোকটি সেখানে উপস্থিত হ'ল। তারপর হঠাৎ সে এক অভাবনীয় কাণ্ড করে বসল। যীশুর পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে সে কাঁদতে আরম্ভ করেছিল। তার অশ্রুধারায় যীশুর দুই পা সিক্ত হতে লাগল। এতে শীমন বিরক্ত হয়েছিল কারণ সে চায়নি যে একজন পাপিষ্ঠা স্ত্রী যীশুর পদ স্পর্শ করে। যীশু শীমনকে বলেছিলেন, এক মহাজনের দুই ঋণী ছিল; একজন ধারিত পাঁচশত সিকি; আর একজন পঞ্চাশ। তাহাদের পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না থাকাতে তিনি উভয়কেই ক্ষমা করিলেন। ভাল, তাহাদের মধ্যে কে তাঁহাকে অধিক প্রেম করিবে? শীমন উত্তর করিল, আমার বোধ হয়, যাহার অধিক ঋণ ক্ষমা করিলেন সেই। তিনি তাহাকে কহিলেন, যথার্থ বিচার করিলে। আর তিনি সেই স্ত্রীলোকের দিকে ফিরিয়া শীমনকে কহিলেন, এই স্ত্রীলোকটিকে দেখিতেছ? আমি তোমার বাটিতে প্রবেশ করিলাম, তুমি আমার পা ধুইবার জল দিলেনা, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি চক্ষের জলে আমার চরণ ভিজাইয়াছে ও নিজের চুল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিয়াছে।..... এই জন্য, তোমাকে কহিতেছি, ইহার যে বহু পাপ, তাহার ক্ষমা হইয়াছে; কেননা এ অধিক প্রেম করিল; কিন্তু যাহাকে অল্প ক্ষমা

করা যায়, সে অল্প প্রেম করে। পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইয়াছে। তখন যাহারা তাঁহার সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল, তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিল এ কে যে পাপ ক্ষমাও করে? কিন্তু তিনি সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ করিয়াছে; শান্তিতে প্রস্থান কর।

লূক ৭ঃ ৪১-৫০

যীশুর কাছে ক্ষমা পেয়ে স্ত্রীলোকটি নিশ্চয় খুবই খুশী হয়েছিল। ফরিশী ও অন্যান্য মান্যগণ্য ব্যক্তিরাও এই আনন্দ পেতে পারত, কিন্তু তারা মেনে নিতে চায়নি যে তারাও পাপী। নিজ নিজ সৎ-কর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে তারা গর্ভবোধ করত।

ফরিশীরা প্রশ্ন করেছিল, "এ কে যে পাপ ক্ষমাও করে?" ইনি ঈষা-তনয়, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। যারা আজও তাঁর শরণাপন্ন হয় তাদের তিনি ক্ষমা করেন। যখন আমরা তাঁর চরণে যাই, যখন বলি, "প্রভু আমরা পাপ করেছি, আমরা নিজ নিজ পাপের দরুন মর্মাহত হচ্ছি, আমরা তোমার ক্ষমা পেতে চাই, পাপময় জীবন পরিত্যাগ করতে চাই" তখন অন্তরে প্রভুর করুণাঝরা বাণী শুনি, "বৎস, তোমার পাপ সকল ক্ষমা করেছি, তোমার বিশ্বাস তোমায় পরিত্রাণ দান করেছে, শান্তিতে যাও।" যীশুর ক্ষমা আমাদের জীবনে নিয়ে আসে আনন্দ, শান্তি ও অনন্ত জীবন।

অথবা আমরা ফরিশীদের মত নিজের সাথে প্রবঞ্চনা করতে পারি যে আমরা পাপ করিনি। যতদিন আমরা তা করব ততদিন পাপের ক্ষমা পাওয়া আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে থেকে যাবে।

কিন্তু যদি বাঁচতেই আমাদের ইচ্ছা থাকে তবে পাপ স্বীকার ক'রে যীশুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। কারণ অনন্ত জীবন পাবার আগে পাপের ক্ষমা পেতেই হবে।

আপনার করণীয়

৯। যীশুর কথা মনে রাখুন ঃ—
"তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইয়াছে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ করিয়াছে, শান্তিতে প্রস্থান কর।"

১০। যীশু কি আপনার পাপ ক্ষমা করেছেন ?
সেজন্য যীশুর গৌরব করুন। চিন্তা করুন, যীশুর প্রতি আমার প্রেম ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমি কি করছি ?